The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

আধুনিক ফারসি কবি শাহরিয়ারের প্রেমদর্শন
[Modern Persian Poet Shahriar's Philosophy of Love]

Dr. Rizwana Islam Shammi
Professor, Department of Persian Language & Literature, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 16 February 2025
Received in revised: 27 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Modern Persian, poetry, philosophy of love, Diwan, achievement, moral, spiritual, introspection.

ABSTRACT

Shahriar is a famous poet of Iran of twentieth century. He was mainly a poet of love. His full name is Syed Mohammad Hossain Behjat Tabrizi. He was born in 1906 A.D. in a respectable family of scholars at Tabriz. His father was Aga Khoshgonabi and his mother was Kawkab Khanom. Shahriar started composing poetry at the age of four. He was known Arabic, Persian and Turkey languages. His Diwan is the most prodigious achievements in Persian Poetry. It consists of Persian and Turkey poems that published in 1949. Shahriar had a philosophy of life, a vision of moral and spiritual needs of man and society, a fine spiritual sensibility and a powerful imagination which made his description of delicate spiritual experiences a magical performance. The philosophy of love of Shariar and his short life sketch have been discussed in this article.

ভূমিকা

ইরানে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যে সকল কবি ও সাহিত্যিক ফারসি সাহিত্যের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম কবি শাহরিয়ার। তাঁর রচিত কাব্যসমগ্রকে দিওয়ানে শাহরিয়ার বলা হয়। তাঁর কবিতায় দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। কবি শাহরিয়ারের আধ্যাত্মিক ও প্রেম দর্শন বিশ্ব সাহিত্যে এক অমূল্য রত্ন বলে অবিহিত করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে কবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও প্রেমদর্শন নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

কবি শাহরিয়ারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আধুনিক ফারসি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শাহরিয়ার। তাঁর পূর্ণ নাম সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হোসাইন রেহজাত তাবরিযি।[১] শাহরিয়ার তার কাব্য নাম। শাহরিয়ার ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তাবরিযে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন মির্জা অ'গা খোশগোনাবি ও মাতার নাম কাওকাব খানব।[২] কবির শৈবকাল পিতার বাড়ীতে অতিবাহিত হয়। পিতার কাছেই পবিত্র কুরআন শরীফ শিক্ষার পাশা-পাশি গুলিস্তানে সাদী ও দিওয়ানে হাফিজ পড়ার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। শৈশবেই কবির কাব্য প্রতিভা প্রকাশ পায়। মাত্র চার বছর বয়সে গৃহ পরিচারিকা রোকেয়া খানমের উদ্দেশ্যে তুর্কি ভাষায় দু'টি কবিতার লাইন রচনা করেন। লাইন দু'টি হলো,

روقیه باجی باشمین تاجی آتی آت ایته منه ویر کته[৩]

(রোকেয়া বা'জী বা'শেমীন তা'জী- অ'তি অ'ত ইতে মানে ভীর কুতেহ।)

'বোন রোকেয়া, তুমি আমার মাথার মুকুট, মাংসগুলো কুকুরকে দিয়ে আমাকে শুধু সেদ্ধ ভাত দাও।'

মাত্র নয় বছর বয়সেই শাহরিয়ার ফারসি ভাষায় পূর্ণ কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৯১২ সালে তিনি তাবরিযে ফিরে আাসেন এবং একজন তরুন কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কবিতা তাবরিযের আদাব নামক পত্রিকায় ছাপা হতো।

শাহরিয়ার ১৯২৪ সালে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে পড়া-লেখা শুরু করেন। এ সময় সুরাইয়্যা নামে এক সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েন, কিন্তু কিছুদিন পর সুরাইয়্যা শাহরিয়ারের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে কবি জানতে পারেন যে, সুরাইয়্যা রেযা খান পাহলভীর মন্ত্রী আব্দুল হোসাইন তৈমুর তাশকে বিবাহ করেন। এর পর শাহরিয়ার মন্ত্রী তৈমুর তাশের কারণে মেডিকেল কলেজের এম বি বি এস পড়া শেষ না করেই তেহরান থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। এটি ছিল কবির জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখময় ঘটনা। পরবর্তীতে সুরাইয়্যার স্বামী তৈমুর তাশ মারা যান। এসময় কবি শাহরিয়ার কৃষি ব্যাংকে চাকুরি করতেন। তখন সুরাইয়্যা তার সাথে দেখা করতে আসেন এবং অতীতের সকল ভুল স্বীকার করেন। কিন্তু শাহরিয়ার তাকে হাফিজের একটি কবিতা শুনিয়ে সুরাইয়্যাকে ফিরিয়ে দেন। কবিতাটি ছিলো এমন,

من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

گر از سلطان طمع کردم خطا بود و از دلبر وفا جستم جفا کرد[৪]

'আমি অপরিচিতদের জন্য আর কান্না করি না, কেননা আমার সাথে যত অন্যায় পরিচিত জনই করেছে। যদি বাদশাহর কাছে লোভ করে কিছু চেয়েছি তবে তা ছিল ভুল, আর যদি প্রিয়তমার কাছে বিশ্বাস চেয়েছি তবে সে কষ্ট দিয়েছে।'

পরবর্তীকালে কবিতা রচনার পাশাপাশি শাহরিয়ার তাঁর জীবনের একটি বড় অংশ আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যয় করেছেন। কবি শাহরিয়ার ফারসি ভাষায় ২৮ হাজার এবং তুর্কী ভাষায় তিন হাজার বেইত কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতার সংকলনকে দিওয়ানে শাহরিয়ার বলা হয়।

ইরানের এ আধুনিক কবি শাহরিয়ার ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ১৭ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল বেলা তেহরানের মেহের হাসপাতালে ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাবরিয শহরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৫]

শাহরিয়ারের প্রেম দর্শন

কবি শাহরিয়ারের প্রেমদর্শন আলোচনার পূর্বে প্রেমের সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। এশক বা প্রেম হলো কারো সাথে অথবা কোনো জিনিসের প্রতি বন্ধুত্ব বা হৃদয়ের আবেগপূর্ণ সম্পর্ক; কোনো জিনিসের প্রতি কামনার উৎসারিত আকর্ষণ।[৬]

ইবনুল আরাবির মতে এ প্রেম তিন প্রকার, ক. স্বাভাবিক প্রেম, খ. আধ্যাত্মিক প্রেম, গ. ঐশী প্রেম। ঐশী প্রেম পরম সত্তার প্রেম বা আল্লাহর প্রেম। এ প্রেম থেকেই অন্যান্য প্রকার প্রেমের উৎপত্তি হয়েছে।[৭]

আধুনিক কবি শাহরিয়ার প্রেমকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত: **عشق مجازی** বা রূপক (জাগতিক) প্রেম এবং দ্বিতীয়ত: **عشق حقیقی** বা আধ্যাত্মিক প্রেম। যেমনটি তিনি বলেছেন-

عشق مجازی غنچه عشق حقیقت است گلاگو شکفته باش اگر بوش می کنی

ازمن خدایرا غزل عاشقی مخواه کز پیریم چو طفل قلمدوش می کنی [৮]

'রূপক (জাগতিক) প্রেম আধ্যাত্মিক প্রেমের কলি স্বরূপ, ঝোপঝাড় করলেও সেখানে যেমন ফুল ফুঁটে থাকে।
আমার কাছ থেকে খোদায়ী প্রেমের গযল শুনতে চেয়ো না, শিশুদের মতো এই বৃদ্ধের কাঁধে কেন চড়ে বসেছ।'

মাযায শব্দের অর্থ রূপক, তাই عشق مجازی শব্দের অর্থ হলো রূপক প্রেম। সূফিদের মতে, পার্থিব জীবন আখেরাত জীবনের অনুরূপ বা প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাই পার্থিব জগতের জাগতিক প্রেমই রূপক প্রেম। শাহরিয়ারের কবিতার মধ্যে বড় একটি অংশ জুড়ে এই রূপক প্রেমের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। জাগতিক প্রেম তার জীবনে এক জ্বালাময় অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। তাই জাগতিক প্রেমকে তিনি ব্যর্থ, দুর্ভাগ্যময় ও জ্বালাময় বলে উল্লেখ করেছেন। শাহরিার বলেছেন,

ندارم عشقم و با دل سر قمارم نیست که تاب و صاقت آن مستی و خمّارم نیست

دگر قمار محبت نمی برد دل من که دست بردی از این بخت بد بیارم نیست [৯]

আমার প্রেম ব্যর্থ এবং আমার হৃদয়ের ভাগ্যে তা নেই,
প্রেমের জ্বালা জন্ত্রণা ও এর মাদকতা সয্য করার ক্ষমতা আমার নেই।
অন্য কোনো প্রেম আর আমার হৃদয়ে সয্য করবে না,
এই দুর্ভাগ্যকে বয়ে নিয়ে বেড়াবার ক্ষমতা আমার নেই।

হক (حق) শব্দ থেকেই (حقیقی) হাকীকী শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ সত্যময়। চিরন্তন সত্যের প্রতি যে প্রেম সে প্রেমকেই **عشق حقیقی** বা অধ্যাত্ম প্রেম বলা হয়। অধ্যাত্ম প্রেম মানুষকে সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠাতে সক্ষম। দুনিয়াবি বা মানবীয় প্রেম একজন সাধককে আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারে না। কেবল আধ্যাত্মিক প্রেম বা ঐশীপ্রেমই প্রেমিক বা প্রেমাস্পদরূপী মানবাত্মা বা পরমাত্মার মিলন ঘটায় এবং সমগ্র সত্তায় ঐক্য অনুভূত হয়। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী ও ইবনুল আরাবী এ মতকেই সমর্থন করেন। অধ্যাত্ম প্রেম সত্য পরিচয় লাভের জন্য এক উপলব্ধি সৃষ্টি করে এবং মানুষকে মহত্ত্ব, মানবত্বসহ নানা গুণে গুণান্বিত করে। এই অধ্যাত্মিক প্রেমই কবি শাহরিয়ারকে নতুন করে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। **عشق حقیقی** বা খোদা প্রেমের মাঝে কবি নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। কবি শাহরিয়ারের ভাষায়,

به مرگ چاره نجستم که در جهان مانم به عشق زنده شدم تا که جاودان مانم

چو مردم از تن و جان و رهاندم از زندان به عشق زنده شوم جاودان به جان مانم

به مرگ زنده شدن هم حکایتی است عجیب اگر غلط نکنم خود به جاودان مانم [১০]

'মৃত্যুর মাঝে উপায় খুঁজিনি যে, এই জগতেই থেকে যাব,
প্রেমের মাধ্যমেই জীবিত হয়েছি যে, অবিনশ্বর হয়ে থাকব।
যদি মরে যেতাম, তবে দেহ আর প্রাণের এই জেলখানা থেকে মুক্তি পেতাম,
আমি প্রেমের মাধ্যমে জীবিত হবো আর অমর হয়ে থাকব।
মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার গল্পটি বড় অদ্ভূত,
যদি ভুল না করি, তবে অমর হয়ে থাব।'

আরাবীর মতে, আধ্যাত্মিক প্রেমই মরমী প্রেম বা অতীন্দ্রিয় প্রেম। মানবীয় প্রেম কখনো একজন সাধককে আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারে না। কেবল মাত্র ঐশী প্রেমই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ রূপী মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটায় এবং সমগ্র সত্তায় ঐক্য অনুভব করায়। কবি শাহরিয়ারও এই মতকে সমর্থ করেন এবং তাঁর প্রেমদর্শনেও তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। তাই ইবনুল আরাবীর সাথে শাহরিয়ারের প্রেমদর্শনের মিল রয়েছে।

মানবীয় প্রেমকে সার্বজনিন প্রেমও বলা হয়। এ প্রেম সকল বস্তু ও সত্ত্বাকে পরম সৌন্দর্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রেম বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি বা সবকিছুর পরিচালনা শক্তি। এ ক্ষেত্রে শাহরিয়ারের সাথে প্লেটোর কিছু মিল পাওয়া যায়। প্লেটোর মতে, একত্রীকরণ, মিলন, সাদৃশ্যকরণ, উন্নতি সাধন, পুনরুৎপাদন ইত্যাদি প্রেমেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। দার্শনিক ইবনে সিনা এগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেন।[১১] ইবনে রুশদ তার প্রেমদর্শনে সর্বজনীন ধর্মের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, সকল ধর্ম একই মহাসত্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

উপমহাদেশের মরমী সাধকদের মধ্যে লালনের প্রেমদর্শনের সাথেও শাহরিয়ারের প্রেমদর্শনের কিছুটা মিল পওয়া যায়। লালনের মরমী দর্শনের মূল কথা প্রেম। তাঁর মতে, প্রেম সংজ্ঞাতীত ও বর্ণনাতীত। রূমী ও অন্যান্য দার্শনিকগণের মতোই তিনি বলেন, প্রেমই সারবস্তু, প্রেম পদার্থ সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য, আত্মিক বিবর্তনের চরম পরিণতি। শাহরিয়ারের মতে, আত্মপরিচয় উদঘাটনের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় উদঘাটন করা সম্ভব। রাসূল স. বলেন- **من عرف نفسه فقد عرف ربّه** অর্থাৎ যে তার নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভূকে চিনেছে।

কবি শাহরিয়ারও এই হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন,

دل شکستهٔ من گفت شهریار را بس که من به خانهٔ خود یافتم خدای تو را [১২]

আমার ভগ্ন হৃদয় বলছে হে শাহরিয়ার, এটাই যথেষ্ট,
যে আমি নিজ আপন গৃহেই তোমার প্রভূকে পেয়েছি।

অধ্যাত্ম প্রেমের সর্বোচ্চ রূপ হলো ঐশী প্রেম। শাহরিয়ারের মতে ঐশী প্রেমই পরম সত্তার প্রেম বা আল্লাহর প্রেম। এ প্রেমই সব কিছুর মূল উৎস। অপর দিকে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির মতে, প্রেম সকল ব্যধির মহৌষধ। প্রেম মনকে মলিনতা ও পাপাশক্তি হতে মুক্ত করে নির্মল, পবিত্র ও উন্নত করে। প্রেমের বলেই মাটির দেহ আকাশে উন্নীত হয়েছিল। প্রেমের কারণে পর্বতও সচল হয়েছিল। শাহরিয়ারের মতে ঐশী প্রেমের প্রথম সোপান হলো মানবীয় প্রেম। সৃষ্টির প্রতি যার প্রেম না থাকে সে কখনো খোদার প্রেমিক হতে পারে না।

কবি শাহরিয়ার প্রথম জীবনে মানবীয় প্রেমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এই প্রেমের দহন থেকেই পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক প্রেমের শিক্ষা অর্জন করেন। তাইতো তিনি প্রেমের দ্বারাই অমর হয়ে আছেন। পাশ্চাত্য দর্শনে প্রেমতত্ত্বে বুদ্ধির প্রাধান্য বেশি। আর মুসলিম দর্শনে বা সূফি দর্শনে প্রেমতত্ত্বে বুদ্ধি গ্রাহ্য নয়। শাহরিয়ার নিজের ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

بروکه خرده گرفتن به عاشقان نه رواست که علم و عقل تو ازآنچه عشق ماست، سو است.

قماش عشق به مقیاس علم و عقل مسنج که بار گاه دل از کار گاه مغز، جداست [১৩]

'চলে যাও কারও দোষ ধরা প্রেমিকদের জন্য সমুচিত নয়।
তোমার জ্ঞান বুদ্ধি আর আমাদের প্রেম এক জিনিস নয়।
প্রেমের পোষাককে জ্ঞান-বুদ্ধির পাল্লায় মেপো না,
কারণ, হৃদয়ের মজলিস আর জ্ঞানের কারখানা এক জিনিস নয়।'

কবি শাহরিয়ারের মতে যারা খোদা প্রেমের অধিকারী হতে পারে না, অথবা এই প্রেমের মর্ম যারা বুঝে না, তারাই জ্ঞান নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে। এই দুটির পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে শাহরিয়ার বলেন,

یک شعر عاشقی و دیگر شعر عاقلی سعدی یکی سخنور و حافظ قلندر است [১৪]

'একটি হলো, প্রেমের কবিতা, আরেকটি হলো জ্ঞানের কবিতা,
যেমনি সা'দি একজন কথা শিল্পী, আর হাফিজ হলেন খোদা প্রেমিক।'

কবি শাহরিয়ার জ্ঞান ও প্রেমের পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে কবি শেখ সা'দি ও হাফিজ শিরাযীর মধ্যে তুলনা করে উপমা প্রদান করেছেন। শাহরিয়ারের নিকট প্রেমের গুরুত্ব অনেক বেশি। পারস্যের কবি হাফিজ সত্যিকারের প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্য দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা থেকে বিমুখ থাকার উপদেশ দিয়েছেন। এ সর্ম্পকে হাফিজ নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন,

حضوری گر همی خواهی از و غایب مشو حافظ متی ما تلق من تهوی دع الدّنیا و اهملها [১৫]

'প্রিয়ার (আল্লাহর) সান্নিধ্য যদি পেতে চাও, হে হাফিজ! তবে তাঁর থেকে দূরে যেও না: কাঙ্খিত প্রিয়ার সান্নিধ্য পেতে হলে পৃথিবী ও এর সবকিছু ছেড়ে দাও।'

অনূরূপভাবে কবি শাহরিয়ারের কবিতায়ও পার্থিব জগতের সবকিছু পরিহার করে প্রেমের উপত্যাকায় পরিভ্রমনের উপদেশ পাওয়া যায়। কবি শাহরিয়ারের ভাষায়,

نمی رسد به سرآب جز به وادی عشق که این جهان فریبنده جز سرآبی نیست [১৬]

'প্রেমের উপত্যকা ছাড়া পানির দেখা কোথাও পাবে না
কারণ এই পৃথিবী ধোকাবাজ মরিচীকা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

প্রেমের ক্ষেত্রে কবি শাহরিয়ারের সাথে হাফিজের মিল পাওয়া যায়। কেননা উভয়ের কবিতায় দেখা যায় প্রেমাস্পদ ছাড়া এ পার্থিব জগৎ থেকে কিছুই আশা করা যায় না। পার্থিব জগৎ শুধু মরিচীকা। ক্ষণে ক্ষণে এখানকার চিত্র পরিচর্তন হয়। আর এ জগতে আমরা কেহই স্থায়ী নই। আমাদের সকলকেই এ জগৎ থেকে চলে যেতে হবে। তাই পার্থিব জগতকে ত্যাগ করে কেবল প্রেমাস্পদের সাধনাতে নিমগ্ন থাকা উচিত।

উপসংহার

কবি শাহরিয়ারের প্রেমদর্শন আলোচনার পর এ কথা বলা যায় যে, প্রতিটি মানবজীবনের সাথে এই প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। তাই শাহরিয়ারের প্রেমদর্শন পঠন-পাঠনের মাধ্যমে আমাদের জীবনে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। কেননা, মানবীয় প্রেম ছাড়া আধ্যাত্মিক প্রেম ও খোদা প্রেমের পথে পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। খোদার নৈকট্য পেতে হলে আধ্যাত্মিক প্রেমের বিকল্প নেই। শুধু তাই নয়, ইহজগতে সুন্দর ভাবে চলতে হলেও মানবীয় প্রেমের প্রয়োজন। তাই শাহরিয়ারের প্রেমদর্শন থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। তবেই আমরা দেশ, জাতি ও সমাজকে সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. ইসমাঈল হাকেমী, আদাবিয়াতে মোয়াছেওে ইরান (তেহরান: এনতেশারাতে আ'সাতীর, ২য় সংস্করণ, ১৩৭৪ হি.শা.), পৃ. ১০১; সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের বারকায়ী, সোখানওয়ারান নামেয়ে মোয়াছেরে ইরান, ২য় খণ্ড (কোম : নুশরে খুররাম, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ২১০৭।

২ মোহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার, দিওয়ানে শাহরিয়ার (তেহরান:মুয়াসসেসেয়ে এনতেশারাতে নেগাহ, ২য সংস্করণ ১৩৮৫ হি. শা.) , পৃ. ১৯

৩ ড. বেহরুজ সারুতিয়ান, শাহরিয়ার মুলকে সুখান (তেহরান: এনতেশারাতে দাস্তান, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৫ হি.শা.), পৃ.

৪ তদেব, পৃ. ৮৪।

৫ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের বারকায়ী, সোখানওয়ারান নামেয়ে মোয়াছেরে ইরান, ২য় খণ্ড (কোম : নুশরে খুররাম, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ২১০৮।

৬ গোলাম হোসাইন সাদরী আফসার, ফারহাঙ্গে ফারসিয়ে এমরূয (তেহরান: মুয়াসসেসেয়ে নুশরে কালামাহু, ১ম প্রকাশ ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ৭৯০।

৭ Dr. A.F. Affifi, The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi (Pakistan: Lahore, Shah Mohammad Asraf, No date,), p. 171.

৮ মাহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার, দিওয়ানে শাহরিয়ার, ১ম খণ্ড (তেহরান: মুয়াসসেসেয়ে এনতেশারাতে নেগাহ, ২য সংস্করণ ১৩৮৫ হি. শা.) , পৃ. ৪২৩

৯ মোহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার, দিওয়ানে শাহরিয়ার, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত , পৃ. ১২৮।

১০ তদেব, পৃ. ৩১৩।

১১ মো. সোলায়মান আলী সরকার, ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দিন রুমি,(ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৯৩।

১২ মোহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার, দিওয়ানে শাহরিয়ার, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত , পৃ. ৬৮।

১৩ তদেব, ১ম খণ্ড, প্র. ১১১।

১৪ তদেব, পৃ. ১২৫।

১৫ শামসুদ্দিন হাফিজ, দিওয়ানে হাফিজ (তেহরান: ফখর রাজি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭৩ হি. শা.), পৃ. ১ ।

১৬ মোহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার, দিওয়ানে শাহরিয়ার, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৩৫।